সুধীজন স্বাগত

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী আয়োজিত

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 8 Date of publishing - 5th February '2023

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬০

ASSOCIATION SAMBAD

February - 2023 Volume 24 No.3

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

www.bengalassociation.com

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

সম্পাদকের কলমে

রাজধানী দিল্লি শহরে বাঙালির মনে প্রাণে, ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের ছোঁয়া টের পাওয়া গেলেও, শীত ঋতু কিন্তু এই মুহূর্তে তার নিজস্ব ছন্দে আমাদের বেঁধে রাখতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন আগেই তার উদার ভালোবাসার পরশে, হাড় কাঁপানো পাহাড়ি ঠান্ডা নেমে এসেছিল সমতলে। মাঝে মাঝেই আকস্মিক বারিধারায় এবং জমিয়ে রাখা ভালোবাসার ছোঁয়ায়, রাজধানী শহরে মলয় সমীরণ বইতে কিছুটা সময় এখনও বাকি। আমরা সকলে তাই উদ্দাত্ত কণ্ঠে 'বসন্ত এসে গেছে...' গাইতে না পারলেও, কল্পনায় রোমান্টিক বাসন্তী রঙ খুঁজে, জীবনের স্পন্দন ফিরে পেতে বেশি আগ্রহী। তবে শীত বসন্তের যাওয়া আসার মাঝে, কান পাতলে শুনতে পাচ্ছি, ঝরে যাওয়া শুকনো পাতার আড়ালে গাছেদের শাখায় শাখায় নতুন কচি পাতা সৃষ্টির গান। হয়তো আর কিছুদিন পরই কোনো এক অলৌকিক স্পর্শে শীত ঘুমে কাতর রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ শিমুল, মাধবী আর পারিজাতরা আলস্য কাটিয়ে রঙিন ফুলে সাজিয়ে তুলবে গ্রামের আঁকাবাঁকা ধুলো মেঠো পথ। আর সেই রংবেরঙের সমারোহে নানা ফুলের ভাষা বুঝে, প্রেমিক প্রেমিকারা বাঁধনহারা মনে, দোলা লাগিয়ে গেয়ে উঠবে মধুর সুরে।

প্রত্যেক বছর এই ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হলেই, মাতৃভাষা প্রেমীদের মন বড় উতলা হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করলেই সবার মনে পড়ে যায় স্মৃতির গৌরব মাখা সেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটার কথা। মনে পড়ে যায়, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ বহু ছাত্রের রক্তাক্ত বলিদানের কথা। তবে এই মরণপণ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল বহু বীরাঙ্গনা বাঙালি নারী, যাদের বীরত্বমণ্ডিত গাঁথার কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। আজ থেকে প্রায় ২৪ বছর আগে ইউনেস্কো মহান একুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই প্রায় সারা বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ দিনটি প্রত্যেক বছর বীর শহীদদের স্মরণে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। তাই অমর একুশে শুধুমাত্র একটা দিন হয়, অমর একুশে আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে।

ভারতীয় ক্রিকেটে আজ বড় গর্বের দিন। মেয়েদের উদ্বোধনী অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমাদের দেশের মেয়েরা। মহিলা ক্রিকেটে প্রথম আইসিসি ট্রফি জিতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল প্রমীলা বাহিনী। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পেছনে যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার করা সম্ভব নয় তিনি হলেন অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে ক্রিকেটে আসা বাংলার-বোলার তিতাস সাধু।

ফাইনালে তাঁর প্রথম স্পেলেই বিধ্বস্ত হয়েছিল ইংল্যান্ড। তিতাস মাত্র চার ওভার বোলিং করে মাত্র ছয় রান দিয়ে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। এর আগে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপটের সাথে তিনবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেলেও একটিও বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। এছাড়া আরও দুটো সুখবরের প্রথমটা হলো, এই বছরে ক্রিকেটের প্রমীলা বাহিনী প্রথমবার সম্পূর্ণ ভাবে আইপিএল খেলারও সুযোগ পাবে, এবং দ্বিতীয় সুখবরটি হলো, সার্বিক পারফর্ম্যান্সের নিরিখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা দ্বাদশ ক্রিকেটারের যে নাম ঘোষণা করেছে সেখানে ভারত থেকে এই দলে রয়েছেন শেফালি বর্মা ও লেগ স্পিনার পার্শবী চোপড়া এবং শ্বেতা শেরাওয়াত।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

রাজধানী শহরের সিনেমাপ্রেমী ব্যক্তিদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আগামী ২৪, ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ষষ্টদশ বাংলা সিনে উৎসবের আয়োজন করতে চলেছি। কিংবদন্তী পরিচালক মৃণাল সেনকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের এই সিনে উৎসবের শীর্ষক বিষয় হলো 'শতবর্ষে মৃণাল সেন'। আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানাই, এ বছরের সিনে উৎসবে, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী ও নৃত্য শিল্পী মমতা শঙ্কর 'ব্র্যান্ড এম্বাসেডর' হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। এই তিন দিনের উৎসবে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমা এবং তথ্যচিত্র দেখানো হবে। দিল্লি এবং সন্নিহিত সিনেমামোদী দর্শকদের জন্য, বাংলা সিনেমা জগতের বহু সেলিব্রিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সিনেমা সম্পর্কিত বিষয়ে মুখোমুখি আড্ডা এবং আলোচনার সুযোগও থাকবে। প্রবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীকে পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র এবং অভিনেতাদের মুখোমুখি করে দেওয়াই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা মনে করি, ভালো সুস্থ সিনেমা দেখানোর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার এবং সংরক্ষণ সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবো। আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, সিনে উৎসব সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট www.bengalassociation.com-এ অবশ্যই নজর রাখবেন।

রাজধানী দিল্লিতে আমরা যারা বাংলা বই পড়তে, সংগ্রহে রাখতে পছন্দ করি, তাদের কাছে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'দিল্লি বাংলা বইমেলা' একটা আবেগের নাম। যে কোনো উৎসবই সুন্দর হয় অংশগ্রহণকারীদের গুণে। তাই রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত এলাকার বাঙালিদের কাছে এই বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত দুই দশক ধরে, দিল্লির কাব্যরস পিপাসু এবং সাহিত্যপ্রেমী সুহৃদ মানুষের প্রাণ চঞ্চল অংশগ্রহণে আমাদের এই বইমেলা এ বছরে ২০তম উৎসবে পদার্পন করবে। আগামী ১৬-১৯শে মার্চ, এবারের বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে গোল মার্কেটের নিকটে পেশোয়া রোডের গৃহ কল্যাণ কেন্দ্রে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বড় এবং ছোট প্রকাশনা সংস্থা তাঁদের বিপুল বইয়ের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত থাকবেন এই মিলন মেলায়। অসংখ্য বাংলা বই নিয়ে নাড়াচাড়া ও বিকিকিনির সুযোগ যেমন থাকবে তেমনই থাকবে সারাদিন ব্যাপী দারুণ মনোজ্ঞ কিন্তু সময়োপযোগী আলোচনার সুযোগ। প্রকাশিত হবে আমাদের গর্বের দিগঙ্গন পত্রিকার বইমেলা বিশেষ সংখ্যা। বাঙালির লোভনীয় খাদ্যসম্ভারের স্টল সহ অন্যান্য রকমারি স্টল থাকবে। সারা সন্ধ্যা জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

গত ২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যায়, মুক্তধারা মঞ্চে পরিবেশিত হলো গত মাসের নাট্যমেলা। দিল্লি শহরের দুই সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী এই নাট্যমেলায় অংশ নিয়েছিলেন। দিল্লি শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছিল। প্রথম নাটক 'জীপন যাপন' প্রস্তুত করেন পৃথ্বিজীৎ চৌধুরীর পরিচালনায় ভূষণ এ্যমেচার গোষ্ঠী। এরপর চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির উদ্যোগ দ্বিতীয় নাটক 'চিত্রকর' মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন সুহান বসু। হল ভর্তি দর্শকের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অসাধারণ সাফল্যের সাথে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাট্যমেলা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হওয়ার জন্য উদ্যোগের কান্ডারী শ্রী ভক্তি দাসকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হলো।

গত ৮ই জানুয়ারি মুক্তধারায় আয়োজিত হয়েছিল ফুটবল, মূলত বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে আড্ডা-আলোচনা। মধ্যমণি ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবল সাংবাদিক এবং বর্তমানে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের মিডিয়া পরামর্শদাতা শ্রী জয়দীপ বসু। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং দিল্লির বেশ কিছু পরিচিত ফুটবল খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সফল হয়েছিল। যে সমস্ত ক্রীড়া প্রেমিক

ব্যক্তিরা সেদিন সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাঁরা বাড়িতে বসেই লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছিলেন।

আমাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং সীমিত ক্ষমতায় দিল্লির মদনপুর খাদার এলাকায়, আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চাদের নিয়ে গঠিত 'অঙ্কুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' বিগত দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে স্থানীয় কচিকাঁচাদের শিক্ষাদান করে আসছে। গত ১৮ জানুয়ারী এই সমস্ত কচিকাঁচাদের মুক্তধারা মঞ্চে নিয়ে এসে কিশলয় উৎসব পালন করা হয়েছে। সেদিন বাচ্চাদের গরম পোশাক বিতরণ সহ, ওদের জন্য নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ২১শে জানুয়ারী মদনপুর খাদার স্কুলে উপস্থিত হয়ে স্রামুন্স ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে দিল্লির সুপরিচিত সঙ্গীত শিল্পী ও আমাদের সদস্য শ্রীমতী শ্রাবণী নাগ এবং শ্রী সুবীর ভট্টাচার্য্য কচিকাঁচাদের পাঠ্যবই, খাতা, আঁকার বই, রঙ, পেনসিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টন করেন। আমাদের স্কুলের এই সমস্ত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক করার জন্য আপনারও যে কেউ এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

সাংস্কৃতিক সংবাদ

দুর্গাপূজা সমিতি নয়ডা এবং নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (NBCA)-এর উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারেও ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারী, নয়ডা কালী বাড়ি প্রাঙ্গণে পৌষ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবাসী বাঙালিদের কথা ভেবে উদ্যোক্তারা বিগত ২০ বছর ধরে এই মেলার আয়োজন করে আসছেন। রাজধানী দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহুসংখ্যক বাঙালিদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় এই মেলাতে আমাদের দিগঙ্গন বুক শপ-এর একটা স্টল ছিল যেখানে বাংলা বই ক্রয় বিক্রয়তে বেশ সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। সংস্থার তরফ থেকে আমাদের বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সহ সভাপতিকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে গত ১৩-১৫ জানুয়ারী, চিত্তরঞ্জন মেলা গ্রাউন্ডে তিনদিনের পৌষমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এই মেলাকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উৎসব এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য আলোচনা, ফ্যাশন শো, সংগীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী শুভমিতা ব্যানার্জী, অভিষেক

ব্যানার্জী সহ আরও অনেকে।

গুড়গাঁও বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং সভাপতি শ্রী আশিষ কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬শে জানুয়ারী, গুরুগ্রামে বহু প্রতীক্ষিত নতুন একটা বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় ১৬ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হলো এই পথ চলা। প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভক্ষণে এবং পবিত্র বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর আরাধনার মাধ্যমে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অহীন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, কচি কাঁচাদের 'হাতে খড়ি' দিয়ে বিদ্যালয়ের শুভসূচনা করলেন। রাজধানী দিল্লি তথা গুরুগ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ সভাপতি শ্রী শ্যামল গুহ মহাশয় এই শুভ অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন। অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তিতে গুড়গাঁও বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী আশীষ দাশগুপ্ত মহাশয়, যে সকল শুভাকাঙ্খীদের অনুপ্রেরণায় এবং বহুদিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই উদ্যোগ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁদের সকলকে শুভেচ্ছা ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান। সেদিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন আমাদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রী তীর্থ মিত্র মহাশয়। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোয়িশেন-এর পক্ষ থেকে গুড়গাঁও বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের এই মহান প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই।

গত ২৯শে জানুয়ারী, প্রতিবারের মতো এবারেও দিল্লির ব্রাহ্ম সমাজ মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করলেন উপাসনা এবং ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে। এইদিন সকালে আনন্দধারা গুরুগ্রাম-এর শিল্পীবৃন্দ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রাজা রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের পরিবেশনের সাথে এই উপাসনায় অংশ নিয়েছিলেন। দিল্লি এবং গুরুগ্রামের সুপরিচিত মুখ, শ্রীমতি মহুয়া প্রামাণিকের বিশেষ উদ্যোগে এবং পরিচালনায় দশ বছর আগে, গুরুগ্রামের আনন্দধারার পথ চলা শুরু হয়েছিল। আপনারা অবগত আছেন, দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য, গীতি আলেখ্য ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে পরিবেশন করেন আনন্দধারার শিল্পীরা।

আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

দিল্লির সঙ্গীত শ্যামলা এবং কলকাতার 'আর্ট অলিন্দ', বাংলার ১৯তম এবং ২০তম শতাব্দীর শুরুর দিকের পৌরাণিক তৈলচিত্র নিয়ে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চলেছে দিল্লির বসন্তবিহার স্থিত সুরেন্দ্র পল আর্ট গ্যালারীতে। কিউরেটর জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। সুধীজন স্বাগত।

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী গুড়গাঁও পূর্বপল্লী এবং SLDPC-এর উদ্যোগে গুরুগ্রাম সেক্টর ২৭ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত হতে চলেছে বাংলা মেলা। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, নদীয়া ইত্যাদি জেলা থেকে ঐতিহ্যমণ্ডিত সেরা সম্ভার নিয়ে হাজির হবেন প্রচুর কারিগর শিল্পীরা। বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে থাকবে লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের স্টল। সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী লোক গান, পথ নাটিকা, নৃত্য এবং বাংলা ব্যান্ডের গান নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জমজমাট বাংলা মেলা।

একটি বিশেষ আবেদন

দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক এই মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য যথাসম্ভব প্রকাশ করে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী বহু বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে (associationsangbad@gmail.com) পাঠাতে পারেন অথবা প্রয়োজনে হোয়াটস্যাপ করতে পারেন (রাজা চট্টোপাধ্যায় - 9810484734) এই নাম্বারে।

আশাকরি, আমাদের সকল সদস্যগণ তথা দিল্লি সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবামূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন, আমাদের এই লক্ষপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

EMINENT ACTRESS & DANCER
SMT. MAMATA SHANKAR
WILL BE OUR
BRAND AMBASSADOR
FOR THE CINE UTSAV 2023.
SHE WILL GRACE
THE OCCASION WITH HER
KIND PRESENCE
AT THE OPENING CEREMONY
16th BANGLA CINE UTSAV
24th, 25th & 26th FEBRUARY, 2023
MUKTADHARA AUDITORIUM,
BHAI VEER SINGH MARG,
GOLE MARKET,
NEW DELHI -110 001
শতবর্ষে
মৃণাল সেন
MRINAL SEN
100
banga sanskriti utsav
2023

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
বিংশতম
দিল্লি বইমেলা
এবং
সাহিত্য উৎসব
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব
bangla sanskriti utsav 2023
20th
DILLI
BOIMELA
& LITERATURE FESTIVAL
16th -19th MARCH 2023
GRIHA KALYAN KENDRA
PESHWA ROAD, GOLE MARKET
NEW DELHI 110001

অঙ্কুর
ankur
বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিউ দিল্লির একটি প্রয়াস
BENGALI PRIMARY SCHOOL
BENGAL ASSOCIATION NEW DELHI INITIATIVE
BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI

রাজধানী দিল্লিতে বাংলা বইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তিস্থান

ঠিকানা ঃ **মুক্তধারা, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন**
১৮-১৯, ভাই বীর সিং মার্গ, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি-১১০০০১

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487

ষোড়শ বাংলা সিনে উৎসব

২৪-২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী-২০২৩

শুক্রবার	১২টা৩০মি -১টা৩০মিঃ পূর্ণ দৈর্ঘের ছায়াছবি **আস্তরণ** পরিচালক- ডঃ শমীক ভট্টাচার্য সম্মাননা প্রদানও পরিচালকের মুখোমুখি ১ ঘণ্টা ৬ মিঃ	দুপুর ২টো – ৪ টে পূর্ণ দৈর্ঘের ছায়াছবি কবি জীবনানন্দ দাসের বায়োপিক **ঝরা পালক** পরিচালক - সায়ন্তন মুখার্জি অভিনয়ে - ব্রাত্য বসু, জয়া আহসান, ২ ঘণ্টা ১ মিঃ	৪টে – ৪টে ৩০ মিঃ পরিচালকের মুখোমুখি সায়ন্তন মুখার্জি সঞ্চালনায়- কবি সৈয়দ হাসমত জালাল	সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকবেন মমতা শঙ্কর ও বিশিষ্ট গুনীজন সঞ্চালনায়-রুথলিন সাহা	৭টা পূর্ণ দৈর্ঘের ছায়াছবি **কর্ণ সুবর্ণের গুপ্তধন** পরিচালনায় - ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ে- আবির চ্যাটার্জি, ইশা সাহা অর্জুন চক্রবর্তী

25th Feb-2023								
শনিবার	১১টা – ১১টা ৪০মিঃ স্বল্প দৈর্ঘের ছায়াছবি **হোম কামিং** পরিচালক - আশিস ব্যানার্জী সম্মাননা প্রদানও পরিচালকের মুখোমুখি ১৫ মিঃ	১২টা- ২টো ছায়াছবি **বৌদি ক্যান্টিন** পরিচালক - পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ে - পরমব্রত, শুভশ্রী গাঙ্গুলি ১ঘন্টা ৫৭ মি	২ টো– ৩টে ৪০ মিঃ **শতবর্ষে মৃণাল সেন** **একদিন প্রতিদিন** পরিচালনা - মৃণাল সেন অভিনয়ে – মমতা শঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার ১ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ	৩টে ৪০– ৪টে ৩০মিঃ মৃণাল সেনের সিনেমা সম্পর্কিত আলোচনা **মধ্যবিত্ত জীবনের ময়না তদন্ত** বিশেষ অতিথি - মমতা শঙ্কর শ্রীলা মজুমদার, শুক্লা ব্যানার্জী ও শ্যামল দত্ত সঞ্চালনায় - রুথলিন সাহা	৪টে ৩০-৫টা স্বল্প দৈর্ঘের ছায়াছবি **মৃণালের সন্ধানে** পরিচালক- রাহুল মুখার্জী, মানস নন্দ সম্মাননা প্রদান ও পরিচালকের মুখোমুখি ২০ মিঃ	৫টা - ৬টা সিনে ক্যুইজ বিষয়ঃ মৃণাল সেনের ছায়াছবি ও পরিচালকের মুখোমুখি	৬টা- ৭টা তারকার সঙ্গে মুখোমুখিও সম্মাননা প্রদান অভিনেতা - আবির চ্যাটার্জী	৭টা পূর্ণ দৈর্ঘের ছায়াছবি **মায়াকুমারী** **পরিচালক – অরিন্দম শীল** অভিনয়ে-আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ২ ঘণ্টা ১০ মিঃ

26th Feb-2023							
রবিবার	১১টা-১১টা ৩০মিঃ স্বল্প দৈর্ঘের ছায়াছবি **ডানা** নির্দেশক – পুলকেশ ভট্টাচার্য সম্মাননা প্রদান ও পরিচালকের মুখোমুখি ২৫ মিঃ	১২টা-২ টো ৪০মিঃ ছায়াছবি **অভিযান** পরিচালনা – পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ে - যীশু সেনগুপ্ত, পাওলি দাম, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ২ঘন্টা ৪০মিঃ	৩টে – ৪টে আলোচনা সভা সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে মৃণাল সেনের সখ্যতা ও প্রতিযোগিতা আলোচনায় সৈয়দ হাসমত জালাল, শ্যামল দত্ত, রেশমি মিত্র প্রমুখ	৪ টে –৪টে ২০মিঃ স্বল্প দৈর্ঘের ছায়াছবি **বাল বাল বাঁচে** পরিচালক – রাজেশ্বর রুদ্র সম্মাননা প্রদান ও পরিচালকের মুখোমুখি	৪টে ২০ মিঃ – ৬টা ৩০মিঃ ছায়াছবি **কথামৃত** পরিচালক – জিত চক্রবর্তী অভিনয়ে - কৌশিক গাঙ্গুলী, অপরাজিতা আঢ্য ২ ঘণ্টা ২ মিঃ	৬টা ৩০মিঃ সম্মাননা প্রদান ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান	৭টা- ৯টা ৩০ মিঃ ছায়াছবি **বল্লভপুরের রূপকথা** পরিচালনা - অনির্বাণ ভট্টাচার্য অভিনয়ে - সত্যম ভট্টাচার্য, সুরঙ্গনা ব্যানার্জী ২ঘন্টা ২০ মিঃ

অনিবার্যকারণবশত অনুষ্ঠানসূচিতে পরিবর্তন মার্জনীয়